মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৯৬৮

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ১৫. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

আরবী

عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مَن شقي» . رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ

বাংলা

৪৯৬৮-[২২] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি ’’সত্যবাদী সত্যায়িত’’ তাঁকে বলতে শুনেছি, দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো অন্তর হতে অনুগ্রহ ও দয়া বের করে দেয়া হয় না। (আহমাদ ও তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] হাসান : আহমাদ ৮০০১, তিরমিযী ১৯২৩, আবূ দাঊদ ৪৯৪২, সহীহুল জামি‘ ৭৪৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ২২৬১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৮৮, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৬০, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৬১৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬৬, শু‘আবুল ঈমান ১১০৫১, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ২৪৫৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৮৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী বুঝতে হবে এ হাদীসটিই তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। যেখানে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহর সৃষ্টির উপর দয়া করতে যে না পারবে সে চরম হতভাগা। সর্বাগ্রে সে দয়া করবে নিজের প্রতি। কারণ যে নিজেকেই দয়া করতে পারে না সে অন্যকে কিভাবে দয়া করবে? মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ “তোমরা অপর কাউকে ইহসান করার অর্থ তোমাদের নিজেদের ইহসান করা।’’ (সূরাহ্ ইসরা ১৭ : ৭)

‘আল্লামা ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মানুষের প্রতি দয়া না করাকে হতভাগ্য বলে চিত্রায়িত করার কারণ হলো সৃষ্টির প্রতি দয়াপরবশ হতে উৎসাহিত করা যা ঈমানের পরিচায়ক। যার ভিতর নম্রতা নেই তার ঈমান নেই আর যার ঈমান নেই, সে নিঃসন্দেহে হতভাগ্য। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খন্ড, হাঃ ১৯২৩)

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75692

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন